দৈনিক ইত্তেফাক
তারিখ ০৫ AUG 2007 পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৮

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আনুষ্ঠানিক বিষয়গুলো নিশ্চিত করা দরকার

ড. মোহাম্মদ আবদুর রশীদ

ফরাসী দার্শনিক রুশো গ্রীক দার্শনিক প্লেটোর 'দি রিপাবলিক' গ্রন্থটিকে শিক্ষার উপর লিখিত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পুস্তক বলে মন্তব্য করেছিলেন। প্লেটো ভেবেছিলেন একমাত্র জ্ঞানী এবং গুণিদের দ্বারা (দার্শনিক রাজা) পরিচালিত শাসনের মাধ্যমেই মানুষ একটি সুখী ও সুন্দর, রাজনৈতিক জীবন লাভ করতে পারে। অর্থাৎ সরকারকে হতে হবে জ্ঞানী লোকের দ্বারা পরিচালিত। কেননা, তার কথায় শাসক হওয়ার মতো যোগ্যতা সকলের থাকে না। কিন্তু শাসক হওয়ার মতো উপযুক্ত বা জ্ঞানী লোক কীভাবে বাছাই করা যাবে, প্লেটো অংশত শাসক বাছাই ও উচ্চ পর্যায়ে তাদের প্রশিক্ষণের জন্য এবং অংশত রাষ্ট্রের নারী, পুরুষ, নির্বিশেষে আপামর জনসাধারণকে বাধ্যতামূলকভাবে প্রাথমিক পর্যায়ে শিক্ষিত করে গড়ে তুলতে একটি শিক্ষা পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছিলেন। এ সব কিছুই ছিল প্লেটোর একটি আদর্শ রাষ্ট্র স্থাপনের ভাবনার অংশ বিশেষ। অবশ্য প্লেটোর এই কল্পিত আদর্শ রাষ্ট্র বাস্তবে রূপ নেয়নি। তবে তার আদর্শ রাষ্ট্র সম্পর্কিত পরিকল্পনার অংশ হিসেবে তিনি যে শিক্ষা পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছিলেন সে শিক্ষা পদ্ধতিটির আবেদন আজও সম্পূর্ণভাবে অটুট রয়েছে বলে সমাজ ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা মনে করে থাকেন। তা ছাড়া সম্ভবত প্লেটোর ওই পুস্তকটি ছিল মানব ইতিহাসে সর্ব প্রথম শিক্ষা বিষয়ক একটি সুপরিকল্পিত ও পূর্ণাঙ্গ পুস্তক। শিক্ষার জন্য দার্শনিক প্লেটো দু'টি ক্ষেত্র বেছে নিয়েছিলেন। একটি হলো মন অর্থাৎ জ্ঞান এবং তথ্যের দ্বারা মনকে পরিপুষ্ট করা। আর অন্যটি হলো দেহ বা শরীরকে বিভিন্ন প্রকার চর্চার মাধ্যমে গড়ে তোলা। তিনি মন এবং দেহের পরস্পরিক সম্পর্কের বিষয়টি গভীরভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। দৈহিক সুস্থতা অবশ্যই একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু। যে কোন কাজের পূর্বশর্ত হিসেবে দৈহিক ও মানসিক সুস্থতা বিবেচিত হয়ে থাকে। অন্যদিকে একজন শিক্ষার্থীর জন্য জ্ঞান অর্জন ও পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে শারীরিকভাবে সুস্থ থাকতে হয়। কেননা, মেধার বিকাশ ও মনস্তত্ত্ব জ্ঞান ধারণ ও জ্ঞান আহরণের জন্য উপযুক্ত রাখতে হলে শরীরকে সুস্থ রাখতে হয়। শুধুমাত্র খাদ্যগ্রহণ দ্বারা শরীর সুস্থ রাখা যায় না। শিশু-কিশোর এবং যৌবনের প্রারম্ভে দেহ গঠনে খেলাধুলা, শরীর চর্চা অনন্য ভূমিকা পালন করে থাকে। তাছাড়া মনোজগতের উপরও খেলাধুলার প্রভাব অস্বীকার করার উপায় নেই। খেলাধুলার ভেতর দিয়ে শিশু কিশোরের মধ্যে প্রতিযোগিতার মনোভাব সৃষ্টি হয়। অতএব, এর সঙ্গে সৃজনশীলতার গভীর সম্পর্ক অস্বীকার করা যায় না। খেলাধুলার ভেতর দিয়ে শিক্ষার্থীরা নিয়মানুবর্তিতা ও কর্তৃপক্ষকে মান্যতার শিক্ষা লাভ করার সুযোগ পেয়ে থাকে যা কর্মজীবনের জন্য বিরাট অর্জন হিসেবে বিবেচ্য। আন্তর্জাতিকভাবে ক্রীড়া নৈপুণ্যের মধ্যে জাতীয় পরিচয় গড়ে ওঠে।

দার্শনিক প্লেটো এসব সত্য উপলব্ধি করে তার শিক্ষা পরিকল্পনায় শরীর চর্চাকে বাধ্যতামূলক করেছিলেন। প্লেটো পরবর্তী বিশ্বে এমনকি আধুনিক কালেও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শরীরচর্চা ও খেলাধুলাকে শিক্ষার অনুষঙ্গি হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। উন্নত বিশ্বে এ বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে দেখা হয়ে থাকে। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমাদের দেশে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার অনুষঙ্গি হিসেবে খেলাধুলার প্রয়োজনীয়তা আজ দারুণভাবে অবহেলিত হচ্ছে।

আজ বিদ্যালয়ের সঙ্গে খেলাধুলার সম্পর্ক প্রায় বিচ্ছিন্ন হয়ে চলেছে। এর পরিণতি খুব ভালো হবে বলে মনে হয় না। জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের চেয়ারম্যান ও সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল মইন উ আহমেদ সম্প্রতি জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের এক সভায় এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি তুলে ধরেছেন। উক্ত সভায় সেনা প্রধান জেনারেল মইন দেশের ক্রীড়া ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে নীতি নির্ধারণী বক্তব্য রাখার সঙ্গে বিগত সময়ে ক্রীড়াঙ্গনে নোংরা রাজনীতি ও দুর্নীতির কথাও বলেছেন। তিনি আক্ষেপ করে বলেছেন যে, ১৫ কোটি মানুষের দেশে আমরা ১০০ জন আন্তর্জাতিক মানের খেলোয়াড় তৈরি করতে পারিনি। এতদিন শুধু টাওয়ার স্টেডিয়াম বানানো হয়েছে। খেলোয়াড় তৈরি করা হয়নি। সেনা প্রধানের বক্তব্য রূঢ় হলেও অসত্য নয়। বিগত দলীয় সরকারের আমলে রাষ্ট্রের অন্যান্য সকল ক্ষেত্রের মতো ক্রীড়াঙ্গনেও দুর্নীতির চূড়ান্ত আখড়ায় পরিণত হয়েছিল। তাই এ ক্ষেত্রে সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করার উপায় নেই। হয়তো দুর্নীতি ও লুটপাট সহনীয় পর্যায়ে থাকলে সীমিত সম্পদ ও সুযোগ-সুবিধা নিয়েও আমরা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে খেলাধুলার ক্ষেত্রে আরো বহুদূর এগিয়ে যেতে পারতাম।

তবে সেনা বাহিনী প্রধান জেনারেল মইন উ আহমেদের বক্তব্যের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দিক হলো দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের খেলাধুলার সুযোগ না থাকা বিষয়ে তার মূল্যায়ন। তিনি যথার্থই বলেছেন, খেলাধুলা শিক্ষার অংশ। এটা আমরা ভুলে গেছি। খেলাধুলা ছেলে-মেয়েদের স্টামিনা বাড়ায়। মেধা বিকাশে সহায়তা করে। ইদানিং কিছু স্কুল যেন শিক্ষার নামে ব্যবসা করছে। তিনি আরো বলেছেন, শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে বলা হয়েছে স্কুলের অনুমোদন নিতে হলে খেলার মাঠ থাকতে হবে। তিনি আরো উল্লেখ করেছেন, তরুণদের খেলাধুলার প্রতি আকৃষ্ট করতে না পারলে মাদকাশক্তিসহ নানা অপরাধের সঙ্গে তারা জড়িয়ে পড়বে। (যুগান্তর ৩ আগস্ট ২০০৭)।

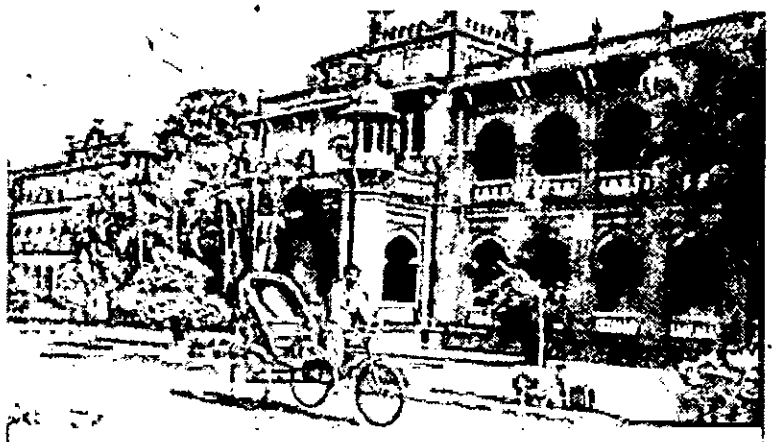

জেনারেল মইন উ আহমেদ বাণিজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গি ও হীন উদ্দেশ্য নিয়ে গড়ে ওঠা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো সম্পর্কে যে উক্তি করেছেন তা চরমভাবে সত্য। সরকারের সংশ্লিষ্ট নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষও যেন 'ঠুটো জগন্নাথের' মতো হাত-পা গুটিয়ে বসে রয়েছে। বিগত দিনে রাজনৈতিক সরকারগুলোর অন্যায় আর্শীবাদে বা তাদের পক্ষপাতিত্বের কারণে দেশে যত্রতত্র অলিতে-গলিতে নিয়মনীতি উপেক্ষা করে ব্যাঙের ছাতার মতো কিন্ডারগার্টেন, বেসরকারি স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে উঠেছে। উদ্দেশ্য একটিই-আর তা হলো মুনাফা অর্জন বা মোদ্দা কথায় বাণিজ্য।

জেনারেল মইন উ আহমেদ বাণিজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গি ও হীন উদ্দেশ্য নিয়ে গড়ে ওঠা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো সম্পর্কে যে উক্তি করেছেন তা চরমভাবে সত্য। ইদানীংকালে পত্র-পত্রিকায় সার্টিফিকেট বিক্রয়কারী ওই সব তথাকথিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কুৎসিত দিক সম্পর্কে অহরহ লেখালেখি ও রিপোর্টিং লক্ষ্য করা যায়।

সরকারের সংশ্লিষ্ট নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষও যেন 'ঠুটো জগন্নাথের' মতো হাত-পা গুটিয়ে বসে রয়েছে। বিগত দিনে রাজনৈতিক সরকারগুলোর অন্যায় আর্শীবাদে বা তাদের পক্ষপাতিত্বের কারণে দেশে যত্রতত্র অলিতে-গলিতে নিয়মনীতি উপেক্ষা করে ব্যাঙের ছাতার মতো কিন্ডারগার্টেন, বেসরকারি স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে উঠেছে। উদ্দেশ্য একটিই-আর তা হলো মুনাফা অর্জন বা মোদ্দা কথায় বাণিজ্য।

অর্থনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে যেমন, শিল্প, কৃষি, ব্যবসা, দোকান ইত্যাদির মতো নিতান্তই ব্যবসায়িক দৃষ্টিতে মুনাফা লাভের জন্যই স্কুল, কলেজ, মাদরাসা ও বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থলগ্নী করা হয়েছে। এ সকল প্রতিষ্ঠানে অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধা খুবই সীমিত এবং মোটেও মানসম্মত নয়। হয়তো কোন আবাসিক এলাকায় দু'-একটি ফ্ল্যাট নিয়ে গড়ে উঠেছে বিশ্ববিদ্যালয়। শিক্ষার্থীরাও তেমন যোগ্যতাসম্পন্ন নয়। পাবলিক স্কুল, কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ে সুযোগ না পেয়ে টাকার বিনিময়ে ভর্তি হয়ে তারা টাকার বিনিময়ে এবং প্রকৃত জ্ঞান অর্জন ছাড়াই সার্টিফিকেট লাভ করছে। ওইসব প্রতিষ্ঠানে উপযুক্ত এবং মানসম্মত শিক্ষক নেই বললেই চলে। পাবলিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কিছু শিক্ষক অসৎভাবে পার্টটাইম শিক্ষক হিসেবে অনেক ক্ষেত্রে অতি গোপনে নামমাত্র ক্লাস নিচ্ছেন অথবা বিজ্ঞাপনে ওইসব শিক্ষকের নাম ব্যবহার করা হচ্ছে নেহায়েত বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে। এই অসৎ ও অনৈতিক কাজের সঙ্গে যেনো আজ গোটা সমাজই সংযুক্ত হতে চলেছে। ওই সব প্রতিষ্ঠানে পরীক্ষা গ্রহণের কোন মানসম্মত নিয়ম-নীতির বালাই নেই। বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বায়ত্তশাসনের অনুজ্রাটির অপব্যবহার ও বাণিজিক ব্যবহার চলছে পুরোদমে। দুর্বৃত্ত কবলিত বিগত রাজনৈতিক সরকারগুলোর যোগসাজশে রাজনীতিবিদ, আমলা ও ব্যবসায়ীগণ শিক্ষার নামে বাণিজ্যিক কার্যক্রম থেকে লাভবান হয়েছে এবং বলাবাহুল্য, ওই ধারা এখনও অব্যাহত রয়েছে। দেশ ও জাতির স্বার্থে কালবিলম্ব না করে এ নষ্ট ধারার মূলোৎপাটন করতে হবে। শিক্ষাকে প্রকৃতপক্ষে উন্নয়ন, প্রগতি, আলোকিত মানুষ সৃষ্টির ধারা তথা সভ্যতার সৈনিক সৃষ্টির মহৎ লক্ষ্যের সঙ্গে একাত্ম করতে হবে। দেশের সামাজিক, আর্থিক উন্নয়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রযুক্তিগত জ্ঞানের বিকাশকেও ওই ধারার সঙ্গে প্রকৃত পক্ষে সংযুক্ত করতে হবে। সরকারি-বেসরকারি প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক এবং বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে বাণিজ্যজীবীদের বিদায় করতে হবে। ওইসব প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার মানোন্নয়নের জন্য বাস্তব ভিত্তিক ব্যবস্থা নিতে হবে।

উপযুক্ত শিক্ষক নিয়োগ, কঠোর মূল্যায়ন নীতি ও মেধা যাচাইয়ের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ পরীক্ষা পদ্ধতি অনুসরণ করা, কারিকুলামের সঙ্গে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান সংযোজন করা অত্যন্ত জরুরী হয়ে পড়েছে। অন্যথায় একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় আমরা অনেক পিছনে থেকে যাবো। আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় লক্ষ্য করতে হবে তা হলো পরিপুষ্ট লাইব্রেরি ও খেলাধুলা এবং শরীর চর্চায় পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি করা। জেনারেল মইন উ আহমেদ সরকারের অবস্থান থেকে তার বক্তব্য তুলে ধরেছেন, সুতরাং শিক্ষার জন্য যা কিছু করনীয় তা এবার সুনিশ্চিত হবে বলে প্রত্যাশা করতে পারি।

(লেখক : প্রফেসর, (রাষ্ট্রবিজ্ঞান) বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়)